তারিখ ... 6 JUN 2017
পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ৬ ......

সমকাল

এক টাকার মাস্টার

■ ফুলছড়ি (গাইবান্ধা) প্রতিনিধি

৩০ বছর আগে গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার উড়িয়া ইউনিয়নের স্থানীয় একটি স্কুলে যখন শিক্ষকতা শুরু করেন, তখন স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল কম। গ্রামের যে শিশুরা স্কুলে যেত না, তাদের বাড়ি থেকে ডেকে এনে প্রতি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে দৈনিক এক টাকা ফি নিয়ে পড়ানো শুরু করেন তিনি। ক্রমান্বয়ে তার ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। আর তখন থেকেই তিনি পরিচিতি পান 'এক টাকার মাস্টার' নামে। এক টাকার মাস্টারের নাম লুৎফর রহমান (৬৬)। লুৎফর রহমানের আদি বাড়ি ফুলছড়ি উপজেলার উড়িয়া গ্রামে। স্থানীয় একটি স্কুলে শিক্ষকতাও করেছেন কিছুদিন। উপজেলার উড়িয়া গ্রামের বাড়ির জমিজমা নদীতে বিলীন হয়ে যাওয়ার পর আশ্রয় নেন গাইবান্ধা সদর উপজেলার গিদারি ইউনিয়নের ডাকাতিয়া গ্রামে। নদী ভাঙনের ফলে সেখানেও ঠাঁই হয়নি তার। বাগুড়িয়া গ্রামে তিনি এসেছেন ১৯৮৭ সালের দিকে। এখানে এসেও তিনি বিনা পয়সার পাঠদান অব্যাহত রাখেন। ছেলেমেয়েদের পড়ানোর কারণে অভিভাবকরা তার আর্থিক অবস্থার দিক বিবেচনা করে তাকে প্রতিদিন এক টাকা করে দিতেন। বর্তমানে তার সাংসারিক দিক বিবেচনা করে অভিভাবকরা দৈনিক পাঁচ টাকা করে দিচ্ছেন। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ছয় দফায় প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির ৬০ জনকে পড়ান লুৎফর রহমান। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে লুৎফর রহমান বলেন, গরিব ও অবহেলিত এলাকায় জ্ঞানের আলো ছড়াতে পারছি– এটাই আমার সার্থকতা। যতদিন সুস্থ থাকব, ততদিন পাঠদান করে যাব।

গাইবান্ধার বাগুড়িয়া গ্রামে প্রতি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে দৈনিক এক টাকা ফি নিয়ে পড়াচ্ছেন লুৎফর রহমান

সমকাল